৯. মধু আনতে বাঘের মুখে

শিবশঙ্কর মিত্র

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই সুন্দরবনের জঙ্গল দেখেনি। এই গল্পটির মাধ্যমে তাদের এই অঞ্চল সম্বন্ধে একটি ধারণা তৈরি হবে। পুরো গল্পটি পড়ে তারা এর বিষয়ে যে কোনো প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে এবং অনেক অচেনা শব্দের মানে জানতে পারবে।

পশ্চিমবাংলার দক্ষিণে সুঁদুরি গাছের গভীর বন, সুন্দরবন। যেমন সুন্দর তেমনি ভয়ঙ্কর। একদিকে জল ও জঙ্গলের শোভা, অন্যদিকে পদে পদে ওৎ পেতে থাকা হিংস্র বন্যপ্রাণীর ভয়। এরই মধ্যে বাস করে মানুষ। কেউ মাছ ধরে, কেউ মধু সংগ্রহ করে। এসবই তাদের জীবিকা। বিপদ আছে জেনেও এই জীবিকার সন্ধানে তাদের যেতে হয় গভীর বনে। নীচে যে লেখাটি এখন পড়বে, সেটা কিন্তু সত্যি সত্যি ঘটেছিল।

বনে যাওয়ার কথায় আর্জান এক পা। পেটপুরে নাস্তা খেয়ে বনে মধু কাটার জন্য তৈরি হল। ধনাই, আর্জান ও কফিল। মধু কাটতে তিনজন লোক চাই। একজন চট মুড়ি দিয়ে গাছে উঠে কাস্তে দিয়ে চাক কাটে। আর একজন লম্বা কাঁচা বাঁশের মাথায় মশাল জ্বেলে ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছি তাড়ায়। আর তৃতীয় জন একটা বড়ো ধামা হাতে চাকের নীচে দাঁড়ায়— যাতে চাক কাটা শুরু হলে সেগুলি মাটিতে না-পড়ে ধামার মধ্যেই পড়ে। যে-সে কিন্তু মৌচাক কাটতে পারে না। লোকে বলে, মন্ত্র জানা চাই। মন্ত্র দিয়ে মৌমাছিকে ভুল পথে চালিত করতে হয়। তা না হলে, একবার শত্রুর খোঁজ পেলে লক্ষ লক্ষ মৌমাছি ছেঁকে ধরে তাকে কামড়ে শেষ করে দেবে। ধনাই মন্ত্র জানে। সে নিজে তা-ই বলে, কিন্তু লোকে তা বিশ্বাস করে না। তারা ভাবে ধনাই-মামু গোঁয়ার, তাই গোঁয়ার্তুমি করেই মধু কাটে। দলের সঙ্গে একটা কলসও থাকে। এক একটা চাক কাটা হলে, মধু ঝেড়ে তাতে বোঝাই করা হয়।

মধুর চাক খুঁজতে খুঁজতে গভীর বনে কোথায় গিয়ে হাজির হতে হবে, তার কোনো ঠিকানা নেই।

শীতের শেষে সুন্দরবনে নানা গাছে ফুল ধরেছে। গরান গাছের ছোটো ছোটো ফুল। হলদে রং। সকাল থেকে ফুলের গন্ধে, হলুদ রঙে আর

Scanned with Cam

মৌমাছির গুঞ্জনে বন মেতে উঠেছে। ঝিরঝিরে বসন্তের হাওয়ায় ওদের তিনজনের মনে স্ফূর্তি আর ধরে না।

ডিঙি করে অনেক দূর বনের ভিতর গিয়ে তিনজনে ডাঙায় উঠেছে। মনের আনন্দে একটার পর একটা মধুর চাক কেটে চলেছে। মধুতে কলস প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। মধুর চাক পেলে অবশ্য তিন জনের কাজ ভাগ করাই আছে। কিন্তু তার আগে সবাইকে চাক খুঁজে বেড়াতে হয়। চাক খুঁজবার পন্থা হল, মৌমাছি ফুল থেকে মধু নিয়ে কোনদিকে ছুটে চলেছে, তা লক্ষ করা এবং তার পিছু পিছু সেদিকে যাওয়া। এইভাবে খুঁজতে গিয়ে তিনজনের প্রায়ই একত্রে থাকা সম্ভব হয় না। এদিক-ওদিক ছিটকে পড়তেই হয়।

তখন তিনজনে এগিয়ে চলেছে প্রায় এক লাইনে। ধনাই সবার আগে। বাঁ-হাতে কাস্তে আর চট। মাথায় মধুর কলসটা। আর ডান হাতে একটা মোটা লাঠি। সারা বনে শূলো। শূলো ডিঙিয়ে তাঁর ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলতে গিয়ে হোঁচট খাবার সম্ভাবনা। হয়তো তাতে কলসটা পড়ে যেতে পারে। তাই হোঁচট সামলাবার জন্য ধনাই একখানা লাঠি নিয়েছে।

সামনে একটা 'ট্যাক্'। দুটো ছোটো নদী মিশবার ফলে একটা ত্রিভুজ খণ্ড তৈরি হয়েছে। এই ধরনের ত্রিভুজ আকারের জমির মাথা 'ট্যাক্' বলেই পরিচিত।

ট্যাকের দিকে সামনেই একটা গরান গাছ; তার ওপাশে হেঁদো বনের ঝোঁপ। গরান গাছে মধুর চাক দেখে ধনাই ওদের দিকে চিৎকার করে বলল,— আরে! আর একটা চাক পেয়েছি। বলেই একবার সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পরমুহূর্তে বলল,— না-রে! এতে মধু নেই।

ট্যাকের মাথার দিকে আর না এগিয়ে ধনাই বাঁ-হাতে সোজা পথ ধরল। এর মাঝে কফিল ও আর্জান এসে পড়েছে। আর্জান বিশ্বাস করতে চায় না। বলল, ধনাই-মামু বললে কী হবে! মধু হলেও হতে পারে।—

Scanned with Cam

বলেই আর্জান এক থাবা কাদা তুলে গোল করে পাকিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারল চাক লক্ষ করে।

মাটির তাল চাকের কোণে লেগে ঝপ্ করে পড়ল হেঁদো বনের ঝোপে। মধু পড়ল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা মৌমাছি ওদের দিকে তাড়া করল। ওরা পিছনে ছুটে একটা ঝোপের আড়ালে পালাল।

এদিকে ধনাই খানিকটা এগিয়ে এসেছে। তার সামনে তিন-চার হাত চওড়া একটা 'শিষে'— ছোটো সরু খাদ। কলস মাথায় নিয়ে কী করে লাফ দিয়ে এই শিষে পার হবে, তাই তার সমস্যা। তার দীর্ঘ লাঠিখানা সাঁকোর মতো করে এপার-ওপার ফেলে দিল। এবার সামনের বাঁশের মতো সরু তব্‌লা গাছটা ধরে শিষে পার হবার জন্য তৈরি হয়েছে। পার হয়ে সে কফিল ও আর্জানকে ডেকে বলবে, এমনি করেই পার হবার জন্য কিন্তু ওদের সাড়া পাচ্ছে না কেন? ভেবেই সে একবার পিছনে তাকাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু তাকাবার অবকাশ ধনাই পেল না। বিকট হুঙ্কারে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। সে হুঙ্কারে বন কেঁপে উঠল থর্‌থর্ করে। আর্জান ও কফিল ঝোপের আড়ালে হতভম্ব। তাদের কথা বলার শক্তি নেই। নড়বারও কোনো শক্তি রইল না— পালাবারও না এগুবারও না।

এদিকে ধনাইকে লক্ষ করে ঝাঁপ দিলেও বাঘ গিয়ে পড়ল সেই তব্‌লা গাছের উপর— যে গাছটা ধরে ধনাই শিষে পার হতে চেয়েছিল। ধনাইকে ডিঙিয়ে বাঘের মাথা ওই গাছটাতে ঠোক্কর খেল দুর্দান্ত বেগে। মাথায় আঘাত পেয়ে বাঘ উল্‌টে গিয়ে ধপাস করে পড়ল 'শিষের' ভিতর।

তব্‌লা গাছটা বাঘের থাবা থেকে ধনাইকে বাঁচাল বটে, কিন্তু তাকে বাঘের লেজের বাড়ি খেতে হল সপাং করে। লেজের বাড়িতে তার মাথার মধুর কলস পড়ে গেল। বাঘও পড়ল 'শিষের' গর্তের ভিতর। কলসও ভেঙে পড়ল তার মাথার উপর। বাঘের সারামুখে নাকে চোখে ছিটকে পড়ল মধু।... আর মুখে মধু পড়তেই বাঘ চোখমুখ কুঁচকে বেজায় ফ্যোঁৎ ফ্যোঁৎ করতে লাগল।

জেনে রাখ

সংক্ষেপে/লেখকের কথা: শিবশঙ্কর মিত্র। জন্ম ১৯০৯ সালের ২০ অক্টোবর বাংলাদেশের খুলনা জেলার বেলফুলি গ্রামে। তাঁর লেখার প্রিয় বিষয় ছিল সুন্দরবন। সময় সুযোগ পেলেই সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে গিয়ে সেখানকার মানুষদের সঙ্গে দিন কাটাতেন। সুন্দরবন গ্রন্থের জন্য ভারত সরকার তাঁকে শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যের পুরস্কার দেন। তাঁর অন্যান্য বই: সুন্দরবনে আর্জান সর্দার, বনবিবি, রয়েল বেঙ্গলের আত্মকথা প্রভৃতি। ১৯৯২ সালের ২৬ জুলাই তাঁর জীবনাবসান হয়। এই লেখাটি তাঁর সুন্দরবনে আর্জান সর্দার নামের বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

শব্দের অর্থ

এক পা—এক পায়ে খাড়া। মানে, যাবার জন্য তৈরি হয়ে এক পা বাড়িয়েই আছে

নাস্তা—সকালের জলখাবার

চট মুড়ি দিয়ে—গায়ে চট জড়িয়ে গাছে উঠতে হয় যাতে মৌমাছি হুল ফোটাতে না পারে

কাস্তে—শস্য কাটার কাটারি

কলস—সাধারণত জল রাখার মাটির পাত্র

স্ফূর্তি—ফূর্তি, হর্ষ

পন্থা—পথ

থাবা—মুঠো

হতভম্ব—কী করবে ঠিক করতে না পারা

দর্দান্ত—ভীষণ

Scanned with Cam

মশাল—লাঠির মাথায় ন্যাকড়া জড়িয়ে তৈরি মোটা বাতি বাড়ি—আঘাত
ধামা— বেতের তৈরি একরকম ঝুড়ি। 'ধামা' শব্দ ব্যবহার করে তৈরি বিশেষ অর্থের কয়েকটি শব্দ
দেখে রাখ : ১. ধামা চাপা দেওয়া—গোপন করা, ২. ধামা ধামা—প্রচুর পরিমাণ, ৩. ধামাধরা—খোসামুদে

অচেনা শব্দ চিনে নাও

ট্যাক্ : দুটো ছোটো নদী মিশে যাবার ফলে ত্রিভুজের মতো যে জায়গা তৈরি হয় তার মাথাকে ট্যাক্ বলে। ত্রি = তিন, ভুজ = বাহু। মানে, তিনটি বাহু দিয়ে তৈরি ভূখণ্ড ▲।

শিষে : ছোটো আকারের সরু খাদ বা গর্ত।

শূলো : সুন্দরবন জলা জায়গা। তাই ওখানকার গাছপালার শিকড়গুলো শ্বাস নেবার জন্য মাটি ফুঁড়ে ওপরে ওঠে। এদের ডগাগুলো শূলের মতো ছুঁচলো। এদের বলে, শ্বাসমূল বা breathing roots.

হেঁদো: ঝাপড়া একরকম গাছ।

গরান : সুন্দরবনের গাছ, mangrove-এর কাঠ খুব মজবুত। খুঁটি ও জ্বালানির কাজে লাগে। গরান গাছের বাকলের রং চামড়ায় লাগানো হয়।

তব্‌লা: বাঁশের মতো সরু গাছ। খুব শক্ত। নইলে কি বাঘ এর গায়ে ঠোক্কর খেয়ে উল্টে পড়ে।

কতটা শেখা হল

১. মুখে মুখে বল:

ক) এই লেখাটি কোন বই থেকে নেওয়া? লেখকের নাম কী?

খ) মধু কাটতে কে কে গেল?

গ) ধনাইকে সবাই কী বলে ডাকে?

ঘ) দলের সঙ্গে একটা কলসও রাখা হয় কেন?

ঙ) 'শূলো' থাকার জন্য পথ চলতে অসুবিধে হয় কেন?

চ) ধনাই কীভাবে 'শিষে' পার হবে বলে ভেবেছিল?

২. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন:

ক) 'যে-সে কিন্তু মৌচাক কাটতে পারে না।'— কে পারে? তাকে কী করতে হয়? না করলে কী বিপদ ঘটবে?

খ) চাক খুঁজবার পন্থা কী? খোঁজবার সময় তিনজন কি একসঙ্গে থাকা যায়? থাকা যায় না কেন?

গ) 'মৌমাছি ওদের তাড়া করল।'— কাদের এবং কেন তাড়া করল? তাড়া খেয়ে ওরা কী করল?

ঘ) 'তাদের কথা বলার শক্তি নেই।'— কাদের এবং কেন কথা বলার শক্তি নেই?

ঙ) 'মধু কাটতে তিনজন লোক চাই।'— তিনজন লোক কী কী কাজ করে?

চ) 'ধনাই সবার আগে।'— তার বাঁ-হাতে কী কী আছে? মাথায় কী? হাতে লাঠি নিয়েছে কেন?

ছ) '...তার মাথার মধুর কলস পড়ে গেল।'— কার মাথার? কী করে? কোথায়? তার পর কী হল?

Scanned with Cam

৩. বোধমূলক প্রশ্ন:

ক) মৌচাক কাটতে তিনজন লোক লাগে কেন? গুছিয়ে লেখ।

খ) তব্‌লা গাছ কী করে ধনাইকে বাঘের হাত থেকে রক্ষা করল?

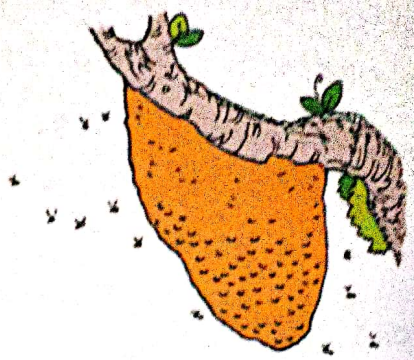

৪. দক্ষতামূলক প্রশ্ন:

ক) 'ট্যাক্' এবং 'শিষে' কাকে বলে?

খ) বসন্তকালে সুন্দরবনের শোভা বর্ণনা কর।

গ) কোনটা ঠিক বেছে নিয়ে পাশে ✓ চিহ্ন দাও:

গাছে উঠে মধু কাটে কে?	আর্জান / ধনাই
চাক কেটে মধু রাখা হয় কোথায়?	ধামায় / কলসে
চাকে মধু জমিয়ে রাখে কে?	মৌমাছি / প্রজাপতি
ত্রিভুজের মতো খণ্ড জমির নাম কী?	ট্যাক / শিষে
চারপাশের শূলোগুলো কেমন?	ছুঁচলো / ভোঁতা
বাঘ যে-গাছে ধাক্কা খেল তার নাম কী?	গরান / তব্‌লা
নাস্তা যখন খায় তখন সময় কী?	সকাল / বিকেল

শব্দের ঝাঁপি

চেটেপুটে মৌমাছির গুঞ্জন ঝিরঝিরে শূলো ট্যাক
শিষে তব্‌লা ধপাস ছেঁকে ধরা
লক্ষ লক্ষ ঝেড়ে ঝেড়ে ছোটো ছোটো
পিছু পিছু এদিক-ওদিক সঙ্গে সঙ্গে এপার-ওপার

চন্দ্রবিন্দুর চাঁদের হাট: কাঁচা বাঁশ ধোঁয়া দাঁড়ায়
খোঁজ ছেঁকে গোঁয়ার গোঁয়ার্তুমি খুঁজতে খুঁজতে খুঁজে
খুঁজবার খুঁজতে বাঁ-হাতে ফাঁকে ফাঁকে হোঁচট হেঁদো ছুঁড়ে
সাঁকো বাঁচাল কুঁচকে ফ্যোঁৎ ফ্যোঁৎ

ব্যাকরণ

ক) বাক্যরচনা কর: খুঁজতে খুঁজতে খুঁজে খুঁজবার খুঁজতে

খ) বিপরীত অর্থের শব্দ লেখ: ডান শেষ বিশ্বাস সম্ভব সরু

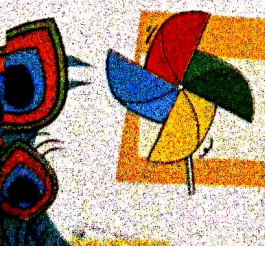

সুন্দরবনে কোন কোন পশুপাখির দেখা পাওয়া যায় তা খুঁজে বার করো।

Scanned with Cam